130080 - বাসার খরচপাতি নিয়ে বিবাদমান দম্পতির প্রতি উপদেশ

প্রশ্ন

প্রশ্নকারী বোন বলছেন: তিনি কয়েক বছর ধরে সৌদি আরবে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত আছেন। আগে তার ভাই তার সাথে সৌদিতে আসত। তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তার ভাইয়ের বদলে তার স্বামী তার সাথে সৌদিতে এসেছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে একটি সন্তান দিয়েছেন, আলহামদু লিল্লাহ্। আমার স্বামী তার শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি পাওয়ার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু কোন চাকুরি পাননি। অবশেষে আমরা যেখানে থাকি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের একটি মার্কেটে চাকুরি নেন। আর পরিবারের খরচ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয়। আমার উপর কি আবশ্যকীয় যে, আমি পরিবারের খরচ বহন করব? যেহেতু আমার স্বামী বলছেন যে, যদি আমি পরিবারের খরচ না দিই তাহলে আমি কোন ধরণের চাকুরি করতে পারব না? আমি চাকুরি করার বিনিময়ে যে বেতন পাই সেটাতে কি আমার স্বামীর কোন অধিকার আছে? যদি আমাকে পারিবারিক খরচ বহন করতে হয় তাহলে আমি কত পারসেন্টে বহন করব, আর আমার স্বামী কত পারসেন্টে বহন করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

চাকুরি ও রিযিক সন্ধানের উদ্দেশ্যে যে স্বামী-স্ত্রী বিদেশে এসেছেন পারিবারিক খরচাদি সংক্রান্ত এ মাসয়ালাটির ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের মাঝে সমঝোতা হওয়া বাঞ্ছনীয়; বিবাদ-বিসম্বাদ নয়। কার উপর কতটুকু আবশ্যক সেটা অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দরকার। যদি স্বামী আপনার উপর শর্তারোপ করে থাকে যে, পরিবারের খরচ আপনি ও সে উভয়ে বহন করবে; নচেৎ সে আপনাকে চাকুরি করতে দিবে না; তাহলে মুসলমানদের তাদের শর্তাবলি পূরণ করা আবশ্যকীয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "মুসলমানেরা তাদের শর্তাবলির উপর অটল। শুধু এমন কোন শর্ত ছাড়া; যে শর্ত কোন হালালকে হারাম করে কিংবা কোন হারামকে হালাল করে"। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "যে শর্তের মাধ্যমে নারীর যৌনাঙ্গ হালাল করা হয় সে শর্ত পূরণ করা অধিক তাগিদপূর্ণ"। অতএব, আপনারা দুইজন আপনাদের শর্তের উপর অবিচল আছেন; যদি আপনাদের মাঝে এমন কোন শর্তারোপ ঘটে থাকে।

যদি আপনাদের মাঝে এ ধরণের কোন শর্তারোপ না ঘটে থাকে তাহলে পরিবারের খরচ বহন করার দায়িত্ব পুরুষের উপর। ঘরের খরচ বহন করার দায়িত্ব নারীর ওপর নয়। পুরুষই খরচ করবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "বিত্তবান ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে"।[সূরা ত্বালাক; আয়াত: ৭] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী

তাদরে ভরণ-পোষণ দয়ো তোমাদরে উপর আবশ্যকীয়"। সুতরাং খরচাদরি দায়ত্বি স্বামীর উপর। স্বামীই ঘররে প্রয়োজেনীয় জনিসিপত্র ও জীবনোপকরণ নজিরে জন্য, স্ত্রীর জন্য ও সন্তানদরে জন্য সংগ্রহ করবে। স্ত্রীর উপার্জন ও বতেন তার নজিরে জন্য। কনেনা স্ত্রী তার কর্ম ও পরশি্রমরে বনিমিয়ে বতেন পায়। স্বামী তো তার সাথে এমন কোন শর্ত করনে যি,ে খরচাদরি দায়ত্বি তার উপর,ে কংিবা খরচাদরি অর্ধকেরে দায়ত্বি তার উপরে কংিবা এ রকম অন্য কোন শর্ত। আর যদি এ রকম কোন শর্ত করে থাকে তাহলে ইতপির্ূবে যমেনটি উল্লখে করা হয়ছে মুসলমানরো তাদরে শর্তরে উপর অটল। আর যদি তনিি আপনার সাথে এর ভত্তিতিে সম্পর্ক করে থাকনে য,ে আপনি শক্ষিকিা, আপনাকে পাঠদান করতে হবে এবং এতে তনিি রাজি হয়ে থাকনে তাহলে তাকে এটা মনে যতেে হব,ে এটা নয়িে ববিাদ করতে পারবনে না। আপনার বতেন আপনারই। তবে আপনি যদি খুশি মনে বতেনরে কছিু অংশ তাকে দনে তাহলে সটো হতে পার।ে আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "তারা যদি খুশমিনে তোমাদরেকে তার কছিু অংশ ছড়েে দয়ে তাহলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে খতেে পার।"[সূরা নসিা, আয়াত: ৪]

আপনার উচতি বতেনরে কছিু অংশ তাকে দওেয়া। আমি আপনাকে পরামর্শ দচ্ছিি য,ে আপনি আপনার স্বামীর সন্তুষ্টরি জন্য বতেনরে কছিু অংশ তাকে দনি; যাতে করে ববিাদ মটিে যায় এবং সমস্যা নরিসন হয়। যাতে করে আপনারা দুইজন স্বস্তত,ি আনন্দে ও নশ্চিন্তি মনে জীবন যাপন করতে পারনে। আপনারা দুইজন বতেনরে অর্ধকে বা এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা অন্য কোন অংশরে উপর একমত হতে পারনে; যাতে করে সংকট মটিে যায়, আপনাদরে মাঝে ববিাদরে পরবির্তে ঐক্য, স্বস্তি ও মানসকি প্রশান্তি ফরিে আস।ে

যদি এভাবে সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে কোর্টরে শরণাপন্ন হতে পারনে। আপনারা যে দশেে অবস্থান করছনে সে দশেে মামলা দায়রে করতে কোন বাধা নইে। শরয়িা কোর্ট যে রায় দবিে ইনশাআল্লাহ্ সটো যথষ্টে।

কন্িতু, আপনাদরে উভয়রে জন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে—আপনারা সমঝোতা করুন, ববিাদ বর্জন করুন এবং মামলা দায়রে করা থকেে বরিত থাকুন। আপনি আপনার স্বামীকে কছিু সম্পদ দতিে রাজি হয়ে যান; যাতে করে সমস্যা মটিে যায়। কংিবা আপনার স্বামী যনে মনে যায়। আল্লাহ্ তার কসিমতে যা রখেছেনে সটোর উপর সন্তুষ্ট থকেে তার সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করে এবং আপনার বতেনরে পুরাটুকু আপনারই সটো মনে যায়, আপনার বতেনরে প্রতি নজর না দয়ে। আপনাদরে দুইজনরে মাঝে এমনটাই হওয়া উচতি। কন্িতু, আমি পরামর্শ দচ্ছিি এবং বারবার বলছি আপনি আপনার বতেনরে কছিু অংশ তাকে দতিে সম্মত হোন; যাতে করে সে খুশি হয় এবং আপনারা পরস্পর কল্যাণরে কাজে একে অপরকে সহযোগতিা করতে পারনে। ঘর তো আপনাদরে উভয়রে ঘর, সন্তানরো তো আপনাদরে উভয়রে সন্তান। সব জনিসি তো আপনাদরে দুইজনরেই। তাই আপনার জন্য বাঞ্ছনীয় হবে বতেনরে কছিু অংশ তাকে দওেয়া; যাতে করে সমস্যা মটিে যায়। আল্লাহ্ সকলকে তাওফকি দনি।[সমাপ্ত]